নেতৃত্ব (Leadership)

4.3 নেতৃত্তের ক্রিয়া-কলাপ নীতি সমূহ (Principles of leadership Activity)

আদর্শ নেতা হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত নীতিসমূহ পালন করা উচিত |

1. <u>নিজেকে জানাও নিজের উন্নতি সাধন</u> :-নিজেকে জানার জন্য নিজের কর্মদক্ষতা বোঝা অতি আদর্শ | নিজের উন্নতি সাধন করার জন্য নিজস্ব গুণাবলী প্রতিনিয়ত উন্নতি সাধনের প্রয়োজন |যা অর্জন করা যায় \নিজস্ব পঠন-পাঠনের দ্বারা শ্রেণিকক্ষের আত্মসমীক্ষা এবং অন্যের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা |

2. <u>কৌশলগত দক্ষতা</u> :-নেতা হিসেবে প্রত্যেকের জানা উচিত তাঁর নিজের কাজ কি ও তার অধীনস্থ শিক্ষার্থী বা সহপাঠী অথবা কর্মচারীদের কি দায়িত্ব পালন করা |

3. <u>দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য অনুসন্ধান</u> :- নেতা হিসেবে জানা উচিত সে কিভাবে তার দলকে পরিচালনা করবে অন্য মাত্রা দেবে |যখন কিছু ভুলভাল হয় তখন তার উচিত অন্যকে দোষারোপ করা বরং তার উচিত পরিস্থিতি বিচার করা ও পরবর্তী মোকাবিলার জন্য তৈরি হওয়া |

4. <u>সঠিক ও সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ</u>:- নেতা হিসেবে একজনের উচিত সঠিক উপায়ে সমস্যার সমাধান করা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও পরিকল্পনা গ্রহণ|

5. <u>দৃষ্টান্ত স্থাপন</u> :- আদর্শ নেতার উচিত সহপাঠীদের কাছ থেকে নিজেকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা তার উচিত | শুধুমাত্র না শুনে সবকিছু সরাসরি তদন্ত করা |গান্ধীজীর মত অনুসারে – " We must become the change , we want to see" অর্থ কোন কিছুর পরিবর্তনের জন্য সরাসরি তদন্ত করা আবশ্যক |

6. <u>নিজের লোকেদের জানা এবং তাদের উন্নতি সাধন</u>:- একজন আদর্শ নেতার উচিত তার অধীনস্থ সহপাঠী বা শিক্ষার্থী বা কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা দায়িত্বশীল হবে অনুসন্ধান করা এবং তাদের উন্নতি সাধন করা |

7. <u>কর্মচারীদের অবগত করা</u>:- একজন নেতার দায়িত্ব হওয়া উচিত প্রত্যেক কর্মচারী বা সহপাঠীকে তার সংগঠনের সমস্ত কিছু নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত করা |

8. <u>কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার নিবেদন</u> :-আদর্শ নেতার উচিত তার অধীনস্থ লোকদের চরিত্র গঠন করা ও তাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অবগত করা |

9. <u>কর্মপদ্ধতি তদারকি ও বাস্তবতা বাস্তব রূপদান:-</u> নেতা হিসেবে একজন উচিত উপযুক্ত ভাবে কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ গঠন করা, সমস্ত পদ্ধতি তদারক করা ও তার বাস্তব রুপ দেওয়া |

10. নেতৃত্ব হলো আচরণ:- নেতা হলো একজন ব্যক্তি যিনি অন্যান্য ব্যক্তিদের এমন ভাবে শক্তিশালী করেন যাতে তারা নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়| মানুষই তাদের নেতাদের মনোনয়ন করে| নেতারা তাদের আচরণ স্বভাব ও কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছায় , মানুষ তাদের মূল্যায়ন করে \

11. একতাই শক্তি :- প্রত্যেক নেতার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হলো তার দল | নেতার উচিত দলের মঙ্গলের জন্য নিজের শক্তিকে উজার করে দেওয়া এবং প্রতিনিয়ত একতার উপর জোর দেওয়া, যাতে দলে কোন ভাঙ্গনধোন না ধরে |

12. ছাপ তৈরি করা :-নেতা তার কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে জনসাধারণ তথা সমাজের উপর প্রভাব তৈরি করেন |নেতৃত্ব মানে শুধুই লক্ষ স্থির করা এবং দলের লক্ষ্য পূরণ করা নয়, লড়াই করার মানসিকতা যে প্রভাব রাখা প্রতিভাবান সম্পন্ন নেতার অন্যতম কাজ |

13. যোগাযোগ স্থাপন:- নেতৃত্তের অর্থ হলো অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, অন্যকে প্রভাবিত করা ফলদায়ক নেতৃত্বে হল সংযোগ স্থাপন মূলক নিপুণতা | একজন নেতা যদি ধারাবাহিক মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায় তবে তার ফল পাওয়া যায় \

14. ভুল মেনে নেওয়া:- ভুল হলো কাজের নিদর্শন এবং ভুল হল একনিষ্ঠ শেখার উপায় |যে নেতা ফুল অনুমোদন করেন, তিনি তাঁর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করেন | অর্থাৎ নেতাকে কখনো কখনো ভুল মেনে নিতে হয় |